দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 JUN 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪
107
৩৮

# শিক্ষাঙ্গন

## তাজপুর কলেজের সমস্যা

সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার তাজপুর কলেজটি নানা সমস্যাকবলিত হয়ে রয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর স্থানীয় লোকদের সক্রিয় সহযোগিতায় কলেজটি তাজপুর বাজারের অনতিদূরে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কলেজটি নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলেছে। জানা গেছে যে, শিক্ষক স্বল্পতার কারণে উক্ত কলেজের লেখা-পড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রকাশ, কলেজটিতে ৩শ' ছাত্র-ছাত্রী থাকলেও মাত্র ১২ জন শিক্ষক রয়েছেন। বিশেষ করে বিজ্ঞানে যেমন যোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে তেমনি রয়েছে প্রয়োজনীয় যনত্পাতির অভাবও। কলেজটি পল্লী এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় পল্লীর ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ার বিশেষ সুবিধা থাকলেও উদ্ভূত সমস্যার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ায় অচলাবস্থার সৃষ্টি করছে। উক্ত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্তবিনোদনের সুবিধা নেই। খেলাধুলার কোন ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্ররা খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীরা পত্র-পত্রিকা ও লাইব্রেরীর বই থেকেও বঞ্চিত রয়েছে, কারণ আজও একটি পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জানা গেছে, ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজে গমনা-গমনের জন্য বিশেষ কোন রাস্তা নির্মিত হয়নি। যে রাস্তাটি রয়েছে তা ছাত্র-ছাত্রীদের চলাফেরার জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়।

কলেজটির আর্থিক সংকটও দারুণ। বিশেষ করে, কলেজের বেনিফিট বন্ধ থাকায় শিক্ষকগণ সংকটের ভেতর দিয়ে দিন অতিবাহিত করছেন। উক্ত কলেজটিকে সরকারী করে ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত করার দাবী বহুকাল ধরে জানানো হচ্ছে, কিন্তু তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি।

উক্ত কলেজটিকে ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত করা একান্ত প্রয়োজন। উক্ত কলেজটিকে সরকারী করে ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত করলে পল্লীর গরীব ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চতর লেখা-পড়ার সুযোগ পাবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে দৃষ্টি দিবেন বলে আমরা আশা করি।

—এম, এ, কবীর